যুগান্তর

4 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

ছাত্রী উত্ত্যক্তের অভিযোগ

ঢাবির তিন শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রী উত্ত্যক্তের অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকরা হলেন— সহকারী অধ্যাপক এসএম মফিজুর রহমান, মোঃ জাকারিয়া ও প্রভাষক মোঃ মাহমুদুর রহমান বাহাদুর। তাদের সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক কার্যক্রম ও পরীক্ষা কমিটি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বুধবার বিভাগের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিভাগের বেশ কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক, অনৈতিক আচরণ, উৎপীড়নসহ নানা অভিযোগ আনা হয় ওইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিভাগের কিছু শিক্ষার্থী উত্ত্যক্তের অভিযোগ এনে সোমবার অনুষদের ডিন, প্রক্টর এবং বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। এছাড়া বুধবারও বিভাগের প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থী চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত অভিযোগ করে ওই শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতিসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি সভায় সাধারণ শিক্ষকরা বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেন এবং এমন অভিযোগের তীব্র নিন্দা করেন। একাডেমিক শৃঙ্খলা আইন অনুযায়ী ওই শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের কোর্সের ক্লাস, পরীক্ষা ও পরীক্ষা কমিটি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

অভিযোগ, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন অভিযুক্ত শিক্ষকরা। এক ছাত্রীকে বুধবার বিভাগে ডেকে 'কোন ধরনের উত্ত্যক্ত করা হয়নি'— এ কথা লিখিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে জমা দিতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া প্রাক্তন কিছু শিক্ষার্থী বুধবার ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে তাতে ছাত্রলীগ বাধা দিয়েছে বলেও জানা গেছে। বিভাগের ভূনিয়র শিক্ষক প্রভাষক মাহমুদুর রহমান বাহাদুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এনেছেন শিক্ষার্থীরা। তিনি একই সঙ্গে একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। মূলত সুন্দরী ছাত্রীদের সঙ্গে নানা ছলে-বলে-কৌশলে সখ্য গড়ে ওরু করেন অনৈতিক সম্পর্ক। সর্বশেষ নয়া এক ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে গেলে অন্য দুই ছাত্রী ক্ষেপে যান। পুরনো এক ছাত্রীকে সন্ধ্যার পর বাহাদুর তুলে নিয়ে যেতেন এবং রাতে হল বন্ধের পর নিয়ে যেতেন। এ কারণে বিষয়টি হল প্রভোস্ট পর্যন্ত পৌঁছে। বাহাদুর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াকালীন শিবির নেতা ছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।